বউ ও বুড়ি

অরিন্দম বসু

দ্যাখো দ্যাখো, বাজারে আগুন লাগি দিচ্ছে।

কথা বলতে বলতে বাড়ির ছোট বউয়ের, নতুন বউটির, যার মাত্র দেড় মাস হল এ বাড়িতে, তার মাথা থেকে ঘোমটা খসে পড়ল। পড়বেই, কেননা সে দাওয়া থেকে গলা বাড়িয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকাবেই, কেননা উত্তরের আকাশে ছুঁয়েছে আগুনের লালচে হলুদ আভা। ছোঁবেই, কেননা ওই দিকেই বাজার। কালো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে রাতের ছাই রঙের আকাশের দিকে উঠে যেতে দেখা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কারা যেন চিৎকার করছে। বাজারে যাদের দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। তারাই হুড়ি করছে হবে। এবার গাছপালার ফাঁক দিয়ে দাউদাউ আগুন জ্বলতেও দেখা গেল। হয়তো শুধু দোকান নয়, কারও কারও বাড়িও পুড়ছে আগুনে।

এই, বাইরে কী দেখুটু? এটি চালি আইসঅ।

ঘরের দরজার কাছে ভাসুর ঠাকুর। খালি গায়ে বাঁ হাত বুকের গোছা লোমের ওপর, ডান হাত নীচে, লুঙ্গি মুঠ পাকিয়ে ধরা। তার ধমকেই মুখ ফিরিয়ে ঘোমটা সামলে ঘরে ঢুকে এল নতুন বউ। সুইচের খুটুস শব্দ। দাওয়ার হলুদ ডুম নিভে গেল।

তার পিছন পিছন ফিরতে ফিরতে ভাসুর বলল, অখঁ এঠি এরকুঁ চলেটে। বেশি কথা কই না। বেশি হাসি রহস্য করি নি।

এখন যে এখানে এরকম চলছে তা জানে নতুন বউটি। বেশি কথা তো বলে না সে। সন্ধে হতে না হতেই রাঁধাবাড়া হয়ে যায়। আরও খানিক সময় পার করে সবার খাওয়াও শেষ। আজও তো তেমনই হয়েছে। তবে আজই সে আগুন জ্বলতে দেখল বাইরে। লাগিয়েছে কেউ। এখন এখানে আগুন লাগানো হয়। সেই ভয়ে ঘরের চুলার আগুন নিভে যায়। লম্ফের আগুন নিভে যায়

বাড়ির ভেতরেও দাওয়া আছে। কিছু আগে সেই দাওয়ায় ছেনিয়ার ঝাঁট দিয়ে, চাটা পেতে সকলের খেতে বসার জায়গা করে দিয়েছিল নতুন বউ আর তার জা। খাওয়ার সময়টুকু ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছিল। এখন সেখান দিয়ে তরবড় করে হেঁটে আসতে আসতে বাঁ হাতে ঘোমটা একটু টেনে নিয়ে ডান হাতের লম্ফটা তুলে ধরে জা বলল, ঘরে চালি যাও। অখঁ আলো নিভে দেবা। বলেই ফুঁ দিয়ে বাড়ি একেবারে অন্ধকার করে দিল। বাড়িটা যেন আর রইল না। চারপাশের কোনো বাড়িতেও আলো জ্বলছে না। সব বাড়ি অন্ধকারে মিশে যেতে চেয়েছে। কালোর ভেতরে যেন তাদের খুঁজে না পাওয়া যায়। একটা একটা করে আলো নিভতে নিভতে অনেকটা জায়গা নিয়ে গ্রামগুলো মুছে যায় রাতে। দিনের বেলা তো তা হবে না।

দিনের বেলায়, ভোরের বেলায় ঘুম থেকে উঠে নতুন বউ বাসন মাজে, ঘর লেপ দেয়, উঠোন ঝাঁট দেয়, তুলসী মঞ্চ আর শেতলা ঠাকুরের ঢিপি লেপে দেয়। তারপর পুকুরে স্নান সেরে এসে, ফুল তুলে ঠাকুর পুজো করে। তারপর রাঁধাশালে রান্না।

এদের বাড়ির সামনের উঠোনে একটা শিল্লাকু গাছ আছে। ছোট কুলের মতো ফল, গাছের পাতা পেকে গেলে যেরকম রং হয় ফলের রং সেই। খেতে খুব টক বলে নতুন বউয়ের খুব মজা। জায়ের ছেলেটা গাছের ওপর থেকে ঝাঁকিয়ে শিল্লকু মাটিতে ফেলছিল। একটা দুটো পাঁচটা পড়লে কি হয়। একঝুড়ি নামিয়ে এনে নুন দিয়ে খেতে পারলে তবে না। এই বউটা যে গাছ বাইতে জানে তা তো এ বাড়ির কেউ জানে না। থাকতে না পেরে নতুন বউ গিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কেউ তো নেই এখানে, উঠে পড়বে? একটা পা তুলে ছিল একটুখানি, গাছের একটা পাত তুলে ছিল একটুখানি, গাছের একটা খাঁজে রেখেছিল, তখনই তার বর এসে পড়ল আর তার জাও নেমে এল উঠোনে।

বর তাকে বলল, কী হচ্ছে কী? এটা কি বাপের ঘর পাইছ যে আঁড়িয়ানাচ নাচটা! তার জা বলল, দ্যাখো কী আঁড়িয়া পুঁড়ি। দোখামা করা মাইটকা এরকুঁই হয়।

এদের জায়গাটা উত্তরে, নতুন বউয়ের বাড়ি দক্ষিণে। দক্ষিণের মেয়ে বলে তাকে দোখামা বলছে এরা।

জায়ের ছেলেটা গাছ থেকে লাফিয়ে ধপ করে নামল। তখন পুকুরপাড় ধরে একদল লোক এদিকে আসছে। তাদের হাতে হাঠি, ভোজালি, পিস্তল আর কোমরের কাছে গোঁজা পাইপগান পিঠের দিকে জামা কুঁচকে তুলেছে, ম্যাসকটও রয়েছে দুজনের হাতে। ওদের দেখে এড়া হুড়মুড় করে বাইরের দাওয়ায় উঠে গেল। লোকগুলোর মুখে কোনও কথা নেই। চুপচাপ পরপর উঠোন পেরিয়ে, আমগাছের গায়ে খোঁটায় বাঁধা গরুর পাশ দিয়ে, সারি সারি সুপুরিগাছের ছায়া মাড়িয়ে দুরের ধানখেতে নেমে কোথায় চলে গেল।

ঝিঁঝিঁর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বাড়িটাকে ঘিরে ধরে যেন ডাকছে ওরা। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। দূরের চিৎকারও আসছে না। বউ মানুষটি দাওয়ার জানালা দিয়ে উঁকি দিল। এখান থেকে আগুন ধোঁয়া কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে কত। কলাবাগানে, হাবা গাছের মাথায় ঝাঁক জোনাকি। ওদের কাছেও আগুন আছে কিন্তু পোড়ে না কিছু।

ভেতরের এই দাওয়ার একপাশের ঘরে অন্ধকার। শাশুড়ি, ছোট ননদ আর জায়ের ছেলে শুয়েছে সেখানে। পাশ দিয়ে কয়েক ধাপ মাটির গোদা সিঁড়ি। বউটি দেওয়াল ধরে ধরে ওপারে উঠে গেল। ডানদিকের ঘরে জা, ভাসুর আর মেয়ে। খাটের নীচে ছড়ানো আলু, খাটের পাশে ধানের বস্তা। বাঁদিকের ঘরে মাদুরে পাতা বিছানায় তার বর চিত হয়ে শুয়ে।

অন্ধকারেই বসে বসে লম্বা চুলে বিনুনি বাঁধল বউটি। হাত ধরে যায়। বিনুনি শেষ হলে ধপ করে মাদুরে ফেলে দেয় নিজেকে। ওমনি বর তার বালিশটা ঠেলে দেয় বউয়ের বালিশের কাছে, পাশ ফিরে শোয়, একটা হাত এসে পড়ে বউয়ের পেটের ওপর। তারপর ওপর দিকে উঠতে থাকে। শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজের হুকে হাত রাখতেই বউ হাতটা চেপে ধরে। বলে, কোবিনু এরকুঁ মারামারি হচ্ছে। কত লোক মরছে। আরও কত লোক মরবে?

বউয়ের হাতটা সরিয়ে তার কাঁধের কাছে মুখ গুঁজে দেয় বর। হুক খুলতেই থাকে টেনে টেনে। আর বলতে থাকে, জমিন লিয়াই তো মারামারি। সবলোক তো রেডি হঁয়্যা বুসি আছে। কারখানার জানে জমিন লি লিবা কইথিলা। জমিন কেউ ছাড়ে?

বউ আবার তার বরের হাতের ওপর হাত চাপিয়ে দিল। এঠি গুলি খায়্যা চোদ্দটা রোগ মরিছে। আরও কত লোক মরবে? কত ঘর পুড়াইবে?

বর বলে, তুমি এত ভাব কেনি? বলে চুপ করে যায় কেননা তার আঙুল এখন কথা বলছে। ব্লাউজের সব হুক খুলে গেছে।

বউটি দুহাত দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। দুপুরে খেয়ে রাঁধাশালের পিছনে হাত ধুতে গিয়ে দেখে কতগুলো লোক, বাচ্চা, বউ, বুড়ি, বুড়ো মিলে কাঁথাকাপড়, চালের বস্তা, বালতি বাসনকোসন নিয়ে দৌড়চ্ছে। কোলের একটা বাচ্চা কাঁদছে চিৎকার করে। পালাচ্ছে ওরা। সে ভাসুরকে বলেছিল, ওন্যে পাই যাটে কেন?

ভাসুর বলল, ঘরের আগুন দুয়া শুরু হটে, ঘর ভাড়ি দাটে, রাতিরবা আসিয়া ঘরে লোক থাউ আর নেই থাউ দেয়াল ভাঙেটে, ঘরে আগুন দাটে। মাইঠিদের তুলি লিয়া যাটে।

বউ বুঝে যায় জমি নিয়ে গোলমাল হচ্ছিল। থেমে গেছে মনে হলেও আসলে থামেনি। সেই হাওয়া লেগে গেছে। এখন কে যে কাকে মারবে। কে যে কার ঘরে আগুন লাগাবে। কে কার পোড়া ঘর বাছবে।

পাশের বাড়ির মোবাইল ফোনে বাবা ফোন করেছিল সেদিন। জিনতে চাইল, ওঠি কীরকুঁ আছে সবলোক?

বউ বলল, ভালো নেই। খুব মারামারি হটে। রাতিরবা তো কেউ বাইরে বারাইতে পারে নি। তাড়াতাড়ি রানদিয়া খায়্যা সবলোক শুই যায়। রাতিরবা হলে কত লোক বন্দু লিয়া ছুটেটে যিমা সিমা।

বাবা আসতে চাইছিল। মেয়ে বলে দিল এখন যেন না আসে। পরে ফোন করে জানাবে। আজ যদি বাবা ফোন করত তাহলে সে বলত— দিনেরবাও বন্দুক লিয়া লোক ছুটেটে। দিনেরববাও বারায়্যাঁ যায় নি। অবস্থা ঠিক হলে আমান্যে সিটি যাবা।

বুকে চাপ লাগছে। বর উঠে এসে গায়ের ওপর। শাড়ির টেনে তুলে ফেলেছে হাঁটুর ওপর। এমন সময় ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে গেল। কোথায় যেন কীসের শব্দ হচ্ছে। ঠক ঠক ঠক।

বরকে ঠেলে পাশে গড়িয়ে দিয়ে বউ উঠে বসল। নীচে থেকে আসছে শব্দ। বর বলল, কী হটে?

দরজায় আওয়াজ করেটে কেউ। বলে বউ তাড়াতাড়ি শাড়ি নামাল। হুকগুলো সব লাগাতে না পেরে আঁচলটা ঘুরয়ে এনে বুক ঢাকল। উঠে পড়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল তার জা দাঁড়িয়ে। পিছনে ভাসুর। ওরাও শুনেছে।

সবাই নীচে এল। শাশুড়ি আর ননদও উঠে এসে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাদা শাড়িতে অন্ধকারে আগে শাশুড়িকে দেখা যায়।

বাড়ির পিছন দিকে রাঁদাশা, ঘরের বাইরে। খড়ের ডালার নীচে মাটির চুলা। সেদিকের দরজাতেই কে এসে ধাক্কা দিচ্ছে। জা লম্ফ জ্বালিয়েছে। নতুন বউ সব ভুলে সেদিকে চলে যাচ্ছিল। শাশুড়ির ধমকে থমে গেল।

তুই কাই যাউটু?

ভাসুর গিয়ে দাঁড়াল দরজার সামনে। আবার ঠক ঠক শব্দ উঠছে। সে কান পাতল দরজায়? কে?

ফিসফিস করে কেউ বলল কিছু। ভাসুর তাড়াতাড়ি দরজার খিল খুলে দিতেই যারা ঢুকে পড়ল তাদের তো চেনে নতুন বউ। সেজো ননদ আর তার পাশ গলে ঢুকে এসেছে তিনটে বাচ্চা। সেজো ননদের এক ছেলে আর দুই মেয়ে। মায়ের শাড়ি মুঠোয় চেপে ভ্যাবলা চোখে তাকিয়ে।

সেজো ননদ ববব, লম্ফ নিভি দাও। আমানকের চর্ট আছে।

ওরা ওনেকক্ষণ হল এসেছে। আসছে আর যাচ্ছে। যাচ্ছে আর আসছে। টর্চের আলোয়, অন্ধকারে চুপি চুপি চালের বস্তা, কাঁসার বাসন-কোসন, টিভি, টেবিল ফ্যান, 'গয়নাগাঁটি সব বয়ে-বয়ে এনে জড়ো করে রাখছিল সেজো ননদ আর তার ছেলে। ছেলেটা বছর বারো। বেশি তো দুরে নয় তাদের বাড়ি। এ বাড়ির থেকে দেখা যায়। চাষের জমির পাশে, পিপুল গাছের গায়ে। সেজো ননদের শ্বশুর পার্টির বড় মাথা। হামলা হবেই। শ্বশুর, বর আর তার ভাইরা তাই নিরুদ্দেশ। বই জা, ছোট জা ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়িতে। এরা সব দামি জিনিস নিয়ে এ বাড়িতে। ধরধর করে কাঁপছে। গায়ে গলায় ঘাম। লম্ফের আলোয় চোখের জল দুলছে।

ভাসুর রেগে গেল। মাকে বলল, ঘরের খেতে খেতে বুসতে বুসতে বাইরের ঝামেয়াঁ ঘরকে লেইসটা কেন? যা হবে ওর সউটি হউ। আমারে এঠিকে লেইসটঅ কন? দরকার হলে বাচ্চা টকাগাকে লিয়াসবা। বড়বা মরু।

সেজো ননদ ফিসফিস করে উঠল তার কানের পাশে। তুই চুপ করতে পারটুন? আমান্যে কাই যাবা?

বউ মানুষটা কিছু বলতে চাইছল। কিন্তু তার বর বলল তোন্যে এঠি আস্সঅ কেনি? তোর বর, শ্বশুর-ওন্যে কি আমানকের পার্টির লোক?

এবার নতুন বউয়ের শাশুড়ি তাকে বলতে লাগল—বউ তুই বুঝা, ওকে থামা। সন্ত্রাস হচ্ছে, সন্ত্রাস। কেউ জাঁতে পারলে ওনকেরও ধরি লি যাবে।

লম্ফের আলো নিভে গেল। টর্চ জ্বেলে আর কখনও অন্ধকারে চোখ জ্বেলে ওরা সব জিনিসপত্র ওপরের ঘরে তুলছিল। ভাসুর বলল, ওই কাঁদো ধারে রাখি দে। টি ভি যখঁ আসসে তখঁ কাল দুটোয়া ক্যাসেট লিয়াসবা। দেখবা। টেবিল ফ্যানটা চালায়্যা ভিডিও শো হবে। মহাকাল আর গরীবের রাজা রবিনহুড। নতু বউকে দেখাইবা।

নতুন বউ কোনো কথা বলে না। তার মাথা ঝিমিঝিম করে। সেজো ননদ আর তার ছেলেমেয়েরা শাশুড়ির ঘরে গিয়ে খাটে, মাটিতে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে। বর আবার গড়িয়ে পড়েছে মাদুরে। সে পা ছড়িয়ে চুপ করে বসে থাকে। মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের দিকে। তাদের ওখানেও নোটিশ পড়েছিল জমি নিয়ে নেওয়ার। দাদা বলেছিল, জমিনের বদলে টাকা দিবে কটে। কত টাকা দিবে? বচ্ছরে দুবার চাষ হয়। কত টাকা দিবে সে সারাজীবন বুসিয়া খাবে! আইসুনা একবার জমি লি লিতে।

তারপর কত কিছু যে হল। কেউ ঘর বেরোতেই পারে না। গরু বাছুর-সব গোষরে তুলে দিয়েছে। যারা বেরোয় তারা বোমা নিয়ে, বন্দুক নিয়ে ছোটে। স্কুল পাড়ে, ধানের মাঠে, জলায় ধারে গামছায় মুখ ঢেকে গুলি করছে। লাঠি, দা, হাদুড়ি নিয়ে ছুটছে। কোন ঘরের কে যে কী করে কিছু জানা যায় না। কেউ মারলে সবাই বলে, কান্যে মারলা আমান্যে জ্যাঁয়ি। আমান্যেও দেখি লিবা।

কোমরে হাতের বের দিয়ে বর তাকে টানছে। বলল, শুই যাও, শুই যাও। নতুন যানকের ব্যায়া হয় তানকের দেখি গায়ে গায়ে জড়ি আছে। তোমার কীরকুঁ ছাড়া ছাড়া ভাব।

দুরে কোথায় যেন আবার হুড়ি শোনা যায়। কারা চিৎকার করছে। ভাঙচুর হচ্ছে, আগুন লাগানো হচ্ছে। পালাচ্ছে কারা। বউ

শুয়েও আবার উঠে সোজা হয়ে বসে।

বর বিরক্ত হয়। কী হচ্ছে কী?

বাইরে যাবা।

পেচ্ছাপ যাইটি?

হুঁ।

হাতড়ে হাতড়ে নীচে নামে বউ। দূরের হুড়ি থেমে গেছে। রাঁধাশায়ের দিকের দরজা খুলে বাইরে যেতে হবে। কোথায় খুট খুট শব্দ হচ্ছে। সে ডান হাতে চৌঘরার দিকে দেখে একবার। রেঁধেবেড়ে ওই ঘরেই সব খাবার এনে রাখা হয়। সেখানেই ভাতের থালা সাজিয়ে তারপর দাওয়ায় খাবার জায়গায় এনে বসতে হয়। চৌঘরায় ইঁদুর ঢুকেছে হয়তো। শব্দটা থেমে যায়। বউয়ের পায়ের আওয়াজ শুনে ইঁদুরগুলো। সেই পায়ের আওয়াজেই বাঁ হাতে ধান ভেজানোর মেচলার ভেতর ঝুড়ি দিয়ে ঢাকা মোরগটা ডানা ঝাপটায় কয়েকবার। চাপা গলায় কঁক কঁক করেই তারপর সেও চুপ করে যায়। বউ দরজার খিল নামিয়ে বাইরে বেরোয়।

রাঁধাশায়ের গায়েই বেগুনবাড়ি। প্রচুর বেগুন হয়। সময়ে সময়ে ভেড়ু হয়, মারিশশাক হয়, গাঠি কচু হয়। ঝোপঝাড়, আগাছাও আছে। সেখানেই বসে যাবে বউ। মেয়েরা তাই বসে।

কিন্তু সে বসতে পারে না। কী জন্যে মুখ ঘুরিয়ে একবার ডানদিকে তাকাতেই চমকে উঠে।

ও মা রে। কে বুসি সেটি?

যে সেখানে ছিল সে দুদ্দাড় করে চলে আসে। আমি, আমি রে বউ।

নতুন বউ চিনে নেয়। এ তো সেজো ননদের বুড় শাশুড়ি।

তুমি এঠি কী করটু?

আমি ওনকের সাথে আসথিলি। ওন্যে আমাকে কইললা তুমি এঠি থাউ। তুমাকে ঘরে লিয়া যেতে পারবা নি। তুমি অন্য পাটির লোক।

বুড়িটা কাঁপছে। ঘোমটা খসে গেছে। বুড়িটা কাঁপছে। বউ, তুই আমাকে বাঁচা।

বুড়িটা বউকে জড়িয়ে ধরেছে। দুটো শুকনো হাত বউয়ের পিঠ হাতড়াচ্ছে এই বুইনকে ওরা এখানে রেখে দিয়ে গেল! ভেতের গিয়েও সেজো ননদ কিছু বলল না তো। যে যার মতো শুয়ে পড়েছে। এ কি সারারাত এইখানে বসে থাকবে!

বউ, তুই আমাকে বাঁচা বউ। কউ জাঁতে পারলে আমাকে তুই লি যাবে। আমার গায়ের ওপর চাপবে। আমার কাপড় খুলি লিবে। ইজ্জত লিয়া লিবে। তুই আমার বউ, আমার মেয়েঝি, আমাকে বাঁচা।

বউয়ের শরীর কাঁপতে থাকে। গলা কাঁপতে থাকে। সে বলে তান্যে কোন পার্টির লোক?

জাঁইনি রে। অন্ধকারে কাউকে চেনা যাই নি। অন্ধকারে কউ কাউকে চিনে নি।

বউ বলে, তুমি এঠি রও। আমি যায়্যা তানকের কোইবা।

হুড়মুড় করে ভেতরে চলে আসে বউ। শাশুড়িকে বলে, জাকে বলে। বরকে বলে, ভাসুরকে বলে। সে বাইরে বুসি আছে। তাকে ঘরে লিয়া আসবানি? সে তো মারি যাবে!

ভাসুর গজগজ করতে করতে রাঁধাশায়ের দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বউ তাকিয়ে থাকে। ভাসুর দরজার খিল এঁটে দেয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে কারও দিকে দেখে না। বলে, যা হবাল তা হবে। সউটি পড়ি রউ। আমান্যে কী কোরবা? অখঁ কবাট খোলা যাবে নি। কাল সকায়াঁ দেখা যাবে। যাও যাও, শুই যাও।

বউ শুতে পারে না। বর শুইয়ে দেয় জোর করে। জড়িয়ে ধরে। গায়ে খুব জোর। বুকে মুখ ঘষতে তাকে। বউ বলে, তুমি একটা কথাও কইতে পারলু নু?

বর বলে, আমি কী কোইবা? কাল সকায়াঁ দেখা যাবে।

চুপ করে পড়ে থাকে বউ। বাইরে অন্ধকারে মাটিতে বসে আছে বুড়ি। সেও তো বউ। বুড়ি হয়ে গেলেও বউ। বাসন মাজত, উঠোন ঝাঁট দিত, তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বালত, পুকুরে স্নান সেরে এসে ঠাকুরপুজো করত। থালা সাজিয়ে দাওয়ায় ভাত বেড়ে দিত। শিল্লাকু গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকত হাঁ করে। নুন দিয়ে মজিয়ে শিল্লাকু খাবে। করত না এসব বুড়িটা?

বর তার ঠোঁট শুষে খাচ্ছে। দুহাতে ডলছে তার বুক। বর তার গায়ের ওপর চেপেছে। বর তার কাপড় খুলে নিচ্ছে। বউ কাঠ হয়ে যায়। বুড়িটা বাইরে বসে আছে। কাল সকালে কী দেখা যাবে?

বুড়িটা বাইরে বসে থাকে। বসেই থাকে বেগুন খেতের ভেতর দিয়ে সাপ চলে যায় সরসর করে। আমড়া গাছের নীচে পড়ে থাকা কানা ভাঙা মাটির হাঁড়ির ভেতর থেকে বিছে বেরিয়ে আগাছায় ঢুকে যায়। পুকুঘাটে নারকেল গাছের গুঁড়িতে ঘুরে বেড়ায় গেঁড়ি। অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে কত। কলাবাগানে, সুপুরিগাছের সারির গায়ে গায়ে, আমগাছের পাতায় পাতায়, বাঁশ গাছের মাথায় উড়ছে জোনাকিরা। ঝিঁঝি ডাকছে। ডেকেই চলেছে।

বুড়ি বসে আছে মাটিতে। মাটির দেওয়ালে পিঠ ঠেগিয়ে। রাত ফুরোয় না। দেওয়াল নরম হয়ে যায়। দেওয়াল ধসে মাটিতে পড়ে ঝুরঝুর করে। মাটি থেকে ভুসভুসিয়ে উঠে আসে কালো ধোঁয়া। আকাশ ফাঁসিয়ে দিয়ে ডানা বেড়ে ঝেড়ে উঠে যায় একটা পাখি। আকাশ থেকে ঝুরঝুর করে ছাইয়ের গুঁড়ো ঝরে পড়তে থাকে। তারপর চারপাশ ফাঁকা হয়ে যায়। রাত থাকে শুধু। আর থাকে বুড়ি বউটা।